যুগান্তর

SEP. 23 2006

ছাত্রদের হুমকি দিয়ে মুচলেকা আদায় করছে শাবি কর্তৃপক্ষ

সিলেট ব্যুরো

সাধারণ শিক্ষার্থীদের পেটানোর পর এবার শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিপন্থী শিক্ষকরা আন্দোলনকারী ছাত্র দমনপীড়নে নেমেছে। বৃহস্পতিবার রাতে ৩ ছাত্রকে প্রক্টর অফিসে দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা আটকে রাখা হয়। এ সময় ছাত্রদের কাছ থেকে প্রক্টরিয়াল বডি জোরপূর্বক জবানবন্দি আদায় করে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা ৪ দফা দাবি নিয়ে প্রক্টরকে অবাঞ্ছিত করার পর

প্রক্টর অফিসে ৩ ছাত্রকে ছয় ঘণ্টা আটকে রেখে মানসিক নির্যাতন

হামলাকারী শিক্ষকদের ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছি করেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থে রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত প্রক্টরিয়াল ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে আটকে রে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবা করে। এর আ ছাত্ররা ক্যাম্পা আসতে অপারগত জানালে প্রক্টর তাদের মোবাইল ফোনে ভ দেখিয়ে যেতে বাধ্য করে। ছাত্ররা হল শিক

আদায় : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

আদায় : শাবি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সাদিক কচি (আপিই ৩/২), এবিএম রাজীব আহমেদ (পরিসংখ্যান ৩/১) এবং রমজানুর রহমান পিয়াস (আইপিই ৩/১)। সূত্র মতে, ১৯ সেপ্টেম্বর ছাত্রদের ওপর হামলার নেতৃত্বদানকারী প্রক্টর ড. সাজেদুল করিম নিজেদের দায়ভার ছাত্রদের কাঁধে চাপিয়ে দিতেই নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন। জানা যায়, জিজ্ঞাসাবাদকালে ছাত্রদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হয়। এ সময় সহকারী প্রক্টর ও হামলাকারী শিক্ষক ড. আশরাফ উদ্দিন, জামায়াতপন্থী শিক্ষক মাসুদ সরকার এবং সহকারী প্রভোস্ট রাজিক মিয়া ছাত্রদের ওপর মানসিকভাবে অত্যাচার চালান। এমনকি ভবিষ্যতে কোন আন্দোলনে না যাওয়ার অঙ্গীকার করিয়ে মুচলেকা আদায় করেন। এ ব্যাপারে মুচলেকা প্রদানকারী ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তারা কোন মন্তব্য করেনি। উল্লেখ্য, ১৯ সেপ্টেম্বর ক্যাম্পাস খোলার দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর প্রক্টর ড. সাজেদুল করিমের নেতৃত্বে তার ভাই প্রভাষক মতিউর রহমান মতি, ভাতিজা রেজওয়ান আহমদ শাওন, সহকারী প্রক্টর ড. আশরাফ উদ্দিন, ইসমাইল হোসাইন প্রমুখ ন্যক্কারজনক হামলা চালায়।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় চালু, শামীম হত্যার বিচার, ভিসির অপসারণ এবং প্রক্টর পদসহ সব পদ থেকে অপসারণের দাবিতে শিক্ষার্থীরা গতকাল াকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট পালন করে। বরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে ছাত্রছাত্রীরা াদের কর্মসূচি পালন করে হামলাকারী সব শক্ষককে শাবি ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। গতকাল শিক্ষার্থীদের ধর্মঘটে ঢাবি, াবি, জাবির প্রাক্তন ছাত্র এবং বিভিন্ন সংগঠন, ভিভাবক সংহতি প্রকাশ করেছেন। আজ তারা হীদ মিনার থেকে মিছিল করে ঢাবি ক্যাম্পাস তীয় প্রেস ক্লাব হয়ে শহীদ মিনারে এসে মাবেশ করবে। এতে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা রা হবে বলে শিক্ষার্থীরা জানায়।